যুগান্তর

তারিখ 14 MAR 2012 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আর্থিক সংকট : এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই

মুশতাক আহমদ

চলতি অর্থবছরে নতুন করে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সংশ্লিষ্ট খাতে কম বরাদ্দ এবং নতুন এমপিওভুক্তির জন্য অর্থের সংস্থান না হওয়ায় এ আশংকা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নতুন এমপিও খাতে বর্তমান অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত বছরের বাজেটে এ খাতে ছিল ৩০৬ কোটি টাকা। কিন্তু টাকা খরচ না করায় নতুন বাজেটে এবার প্রথমে ১শ' কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব করেও চূড়ান্ত প্রস্তাবে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। জানা গেছে, জুলাই মাসে এই অর্থেই এমপিও প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার কারণে পরে মন্ত্রণালয় ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি যুগান্তরকে জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা এমপিও দিতে আগ্রহী। যে কারণে সংসদে এমপিদের কাছে তালিকা চাওয়া ছাড়াও প্রাপ্ত আবেদন নিয়ে মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে বেশিদূর আগানো যায়নি। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, নতুন এমপিও খাতে ১৫ কোটি টাকা রয়েছে। এ অর্থে হয়তো দু'তিন মাসের জন্য এমপিও প্রদান করা যাবে। কিন্তু একবার কাউকে এমপিও দিলে তা আজীবন বহন করতে হয়। সে জন্য আগামী অর্থবছরের বাজেটে এই খাতে অর্থ চাওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অর্থের সংস্থান হলে এমপিও প্রদান করা হবে।

এমপিওহীন প্রতিষ্ঠান কত : সর্বশেষ এমপিও প্রদান উপলক্ষে সারা দেশ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছিল। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন জমা পড়ে ৭ হাজার ৫৩৩টি। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ৪ হাজারকে বাছাই করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ৬১২টি এমপিও পেয়েছে। আবার সারা দেশে এমপিওহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪ হাজার ৬৯৩টি রয়েছে কোন রকমেই এমপিওভুক্ত নয়। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, স্কুল ম্যাপিং, দূরত্ব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই সরকারি বিধিবিধান মেনে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর বাইরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু নিম্নস্তরে এমপিওভুক্ত— এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪ হাজার ৪৩৮টি। বর্তমানে সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৭ হাজার ৩০৭টি।

কত টাকা লাগবে : গত বছর এমপিও দেয়ার আগে সরকার 'কত টাকা লাগবে'— এমন একটি খসড়া হিসাব করেছিল। সেই হিসেবে দেশের ১১ ধরনের প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে কত টাকা লাগবে, তা বের করা হয়। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির সর্বশেষ জনবল কাঠামো অনুযায়ী ওই হিসাবে দেখা যায়, একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (জনবল ৮ জন) বছরে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৫৪০ টাকা, নিম্নমাধ্যমিক (জনবল ৫ জন) ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৮৬০ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সরাসরি, জনবল ১৩) ১২ লাখ ৭৪ হাজার ১৬০ টাকা, দাখিল মাদ্রাসায় (১৭ জন) ১২ লাখ ৯১ হাজার ২শ' টাকা, আলিম মাদ্রাসায় (দাখিলসহ জনবল ২৩ জন) ২১ লাখ ১৯ হাজার, ফাজিল মাদ্রাসায় (দাখিল-আলিমসহ ২৭ জন) ২৫ লাখ, কামিল মাদ্রাসা (ফাজিল-কামিল, জনবল অতিরিক্ত ২ জন) খরচ বছরে বাড়তি (ফাজিল মাদ্রাসার তুলনায়) ২ লাখ ৭৩ হাজার, কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক ২৫ জন) ২৯ লাখ ৫১ হাজার, ডিগ্রি কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিকসহ জনবল বাড়তি ১৩ জন) খরচ বাড়তি ১৮ লাখ ৯৮ হাজার ২শ', এসএসসি ভোকেশনাল (১৬ জন) ১২ লাখ ১১ হাজার ৭৬০ জন, এইচএসসি বিএম (১৬ জন) বার্ষিক খরচ ১৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৬০ টাকা লাগে।